সিবিএসই দশমের ফলে প্রথম হওয়ার লড়াইয়ে সফল ৪ জন

সিবিএসই দশমের ফলে একই নম্বর পেয়ে ৪ জন প্রথম হওয়া মেধার উৎকর্ষতাই। কৃতী এই চারজনের তিনজনই ছাত্রী। পরীক্ষায় ফলে দেখা যায়, কেউ কারও চেয়ে কম নয়। পরীক্ষায় এই মানসিকতার একান্ত প্রয়োজন। ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় যে, ৪৯৯ নম্বর পেয়ে ৪ জন ছাত্রী-ছাত্রী প্রথম হয়েছে। এরা হল প্রখর মিত্তল, রিমঝিম আগরওয়াল, নন্দিনী গর্গ এবং কোচির শ্রীলক্ষ্মী জি। এটা গৌরবের। তবে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ডিপিএস রুবি পার্কের ছাত্র সৌরিৎ সরকার। সৌরিৎ ছাত্রদের মধ্যে রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম। আর রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রী অস্ত্যর্থা দাস। ফলাফলে দেখা যায়, তুলনায় ছাত্রীরাই ভাল ফল করেছে। এর বড় কারণ হল, বাইরের জগতের প্রতি ছাত্রীদের আকর্ষণ কম। তারা পড়াশোনা করে মন দিয়ে দীর্ঘসময় ধরে। এটাই হওয়া উচিত সর্বক্ষেত্রে। প্রথম হতে হবে পরীক্ষায়। এই সংকল্প থাকা দরকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। তবে সিবিএসই দশম পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, পাসের হার সবচেয়ে বেশি তিরুবনন্তপুরমে। সেখানে পাসের হার ৯৯.৭ শতাংশ। এরপরই স্থান চেন্নাইয়ের। চেন্নাইয়ে পাসের হার ৯৭.৩৭ শতাংশ অর্থাৎ কেরল ও তামিলনাড়ু যে শিক্ষায় ক্রমশ এগিয়ে চলেছে তা সহজেই বোঝা যায়। এমনকি রাজস্থানের আজমেঢ়ে পাসের হার ৯১.৮৮ শতাংশ। এই প্রেক্ষিতে ভাবতে হবে কলকাতায় পাসের হার সবচেয়ে বেশি হল না কেন। এ বিষয়ে সমীক্ষার প্রয়োজন।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

“এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন সোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।”

তবে যোগের বিঘ্ন— কামিনী-কাঞ্চন। এই মন শুদ্ধ হ’লে যোগ হয়। মনের বাস কপালে (আজ্ঞা চক্রে) কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে—অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনে! সাধন করলে ঐ মনের ঊর্ধ্বে দৃষ্টি হয়।”

“কি সাধন করলে মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়? সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে সব জানতে পারা যায়।”

“ঋষিরা সর্বদা হয় নির্জনে, নয় সাধুসঙ্গে থাকতেন—তাই তাঁরা অনায়াসে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরেতে মন যোগ করেছিলেন—নিন্দা, ভয় কিছু নাই।”

“ত্যাগ করতে হলে ঈশ্বরের কাছে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। যা মিথ্যা বলে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।”

“ঋষিরা এই পুরুষকার ছিল। **এই পুরুষকারের দ্বারা ঋষিরা ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন।”**

“কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁধ করে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত-পা বার করবে না!”

“সংসারী লোক কপট হয়—সরল হয় না মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি কিন্তু বিষয়ে যত টান, কামিনী-কাঞ্চনে যত ভালবাসা, তার অতি অল্প অংশও ঈশ্বরের দিকে দেয় না। অথচ মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি।”

(মণি মল্লিকের প্রতি)-- “কপটতা ছাড়ো।”

মণিলাল—মানুষ সম্বন্ধে না ঈশ্বর সম্বন্ধে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব রকম। মানুষ সম্বন্ধেও বটে, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেও বটে; কপটতা করতে নাই।

“ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর আমার এত স্নেহ হ’চ্ছে কেন? আহা! সে ভারী সরল!”

“তা স্ত্রীর উপর ভালবাসা হ’বে না? এটি জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। স্ত্রীকে বোধ হয় যে পৃথিবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না—আপনার লোক, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে।”

দিনপঞ্জিকা

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১০ জ্যৈষ্ঠ, **৩১ মে,** ১৬ জেঠ, সংবৎ ২ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ১৫ রমজান। সূর্যোদয় ঘ ৪।৫৬, সূর্যাস্ত ঘ ৬।১৪। **বৃহস্পতিবার,** দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৫৩ মিঃ। মূলানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘ ৪।৫০ মিঃ। শ্রাদ্ধযোগ অপরাহ্ন ঘ ৫।৩৯ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৯।০৫ গতে গড়করণ, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**--ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষ রাত্রি ঘ ৪।৫০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**— একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে দোষ নাই। **যোগিনী—** উত্তরে, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি** ঘ ২।৫৫ গতে ৬।১৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৩৫ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। **যাত্রা**-- শুভ দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ গতে উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, শেষ রাক্রি ঘ ৪।৫০ গতে যাত্রা মধ্যম। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ২।৫৫ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপন বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, ধান্যরোপন ধান্যচ্ছেদন। **বিবিধ**— দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **বিশ্ব ধূমপানহীন দিবস** (৩১শে মে)। **মহেন্দ্রযোগ**--দিবা ঘ ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। **অমৃতযোগ**--দিবা ঘ ৩।৪০ গতে ৬।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।০২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।০৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ১০ জ্যৈষ্ঠ, **৩১ মে,** ১৫ রমজান, ১৬ জেঠ, উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।১২, **বৃহস্পতিবার,** দ্বিতীয়া রা ঘ ৯।৫২ মিঃ, সেহ্‌রী শেষ ৩।২০, ইফতার ৬।২১।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় নির্ভরতা বৃদ্ধি করতেই হবে

আশিসবরণ সামন্ত
শেষ পর্ব

এইভাবে পাঠ আয়ত্তীকরণের ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো ‘অসম্ভব’ বলে নেতিবাচক কথা বলতে চাইবেন। যদি কোন কর্মশালায় নির্দিষ্ট বিষয়টি আলোচনার পর একটি দলে বিভক্ত হয়ে সদস্যদের দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ দলের আলোচ্য বিষয়ের আসল রূপটি পরিস্ফুট হতে পারে তাহলে এক্ষেত্রেই বা হবে না কেন? প্রয়োজন মানসিকতা ও উদ্যোগের।

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় মুখীকরণে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরের পদক্ষেপ হল অভিভাবক সভার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি শ্রেণির বা বিভাগের অভিভাবকদের নিয়ে বছরে পৃথকভাবে দুবার এবং সামগ্রিকভাবে সকলকে নিয় একবার অভিভাবক সভা আহ্বান করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অবস্থা আলোচনা করার কথা বলা আছে। অভিভাবক সভায় প্রত্যেক অভিভাবকের (বাবা অথবা মা) উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের যৌথ প্রচেষ্টার এই অভিভাবক সভা সফল হবেই। এই অভিযানকে সফল করতে হলে স্থানীয় প্রশাসনেরও সাহায্য চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষায় অভিভাবকদের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়ে থাকে মাত্র পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচঘন্টা। বাকি সময় কিন্তু, অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে। লক্ষ্য রাখতে হবে অভিভাবক সভায় মায়েদের উপস্থিতি বিশেষভাবে দরকার। কেননা, শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

এই সভাগুলিকে শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। তাঁরা যেন বুঝতে পারেন যে, সত্যিই তো তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছুই হচ্ছে না। তাঁরা যদি নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের কিছু করার জন্য কেবলমাত্র বিদ্যালয় শিক্ষক নির্ভর হন তাহলেই ১০০ শতাংশ সাফল্য। এই সভায় শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আহ্বান বারবার থাকবে।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে আরও যা করণীয় তা হল—প্রশ্নপত্র হবে আর সংক্ষিপ্তধর্মী। বিশদভাবে এবং খুঁটিনাটিভাবে টেক্সট বই পড়লে তবেই যেন উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়াও একটি শিক্ষাবর্ষে পাঁচটি পরীক্ষা গ্রহণ করে তার ফলাফলের ওপর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ে লেখাপাড়ায় পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধূলাতে সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে হবে। বিদ্যালয়ে আসা মানেই নিয়ম মেনে পাঠে অংশগ্রহণই নয়, লক্ষ্য মানবতার বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় আসা নিশ্চিত করলে তবেই সমানভাবে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হবে।

একটা বড় প্রশ্ন—শিক্ষার্থীরা ছুটি হয়ে গেলেই আনন্দে আত্মহারা হয় কেন? নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ে তারা অসুখী ছিল বা নিরানন্দ ছিল। এই মানসিকতা পাল্টে দিতে হবে। তাহলে প্রথমেই প্রয়োজন বিদ্যালয় আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করা, অবশ্যই তা শ্রেণিকক্ষেও। এ দায়িত্ব পুরোটাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। শ্রেণিকক্ষগুলি এক একটি গবেষণাগার। একটু বুদ্ধি খেলালেই এই সাফল্যের গোপন চাবিটি হাতে আসবে। তবেই তো শিক্ষক।

শিক্ষার্থীদের করণী ঃ- অবশ্যই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে আসার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বিদ্যালয়ে আসা মানেই সময় নষ্ট নয়, নিয়ম মেনে পাঠ শুনতে হবে এবং সরাসরিভাবে দলগত পাঠ গ্রহণে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিনের পড়া এবং লেখা প্রতিদিনই তৈরি করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রণের জন্যই এত ব্যবস্থাপনা। তাদের আরও বুঝতে হবে যে প্রাইভেট টিউশন কখনোই বিদ্যালয়ের ‘বিকল্প’ হবেনা, হবে ‘পরিপূরক’।

অভিভাবকদের করণীয় ঃ- শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের পরেই শিক্ষায় যাদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা হলেন মা-বাবা বা অভিভাবকেরা। তাঁরা যত বেশি করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগযোগ রাখবেন, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতির প্রকৃত চিত্র কী তা জানতে চাইবেন ততই তো শিক্ষার্থীরা উদ্যোগী হবে, পাঠগ্রহণে ঘাটতি থাকলে তা পূরণের জন্য সচেষ্ট হবে। বাবা অপেক্ষা মায়ের সান্নিধ্যই শিক্ষার্থীরা বেশি সময় থাকে। এছাড়াও প্রত্যেক মা-ই তার ছেলে মেয়ের নাড়ী নক্ষত্র ভালোভাবেই জানেন অন্যরা কিন্তু এতটা নয়। মায়েদেরই উচিত হবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। সুফল লাভ হবেই হবে।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির করণীয় ঃ- বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির দায় দায়িত্ব কম নয়। শিক্ষা পরিকাঠামো ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন নিয়মিতভাবে সভা করে সেই সভায় ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ এর কাছ থেকে খোঁজ খবর নেবেন অপরদিকে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার উদ্যোগ তাঁদেরই বেশি করে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে অভিভাবকদের প্রতিনিধি হিসাবেই তাঁদের স্থান হয়েছে পরিচালন সমিতিতে। প্রতিটি শ্রেণিভিত্তিক সভায় পরিচালন সমিতির সম্পদকসহ অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিই হবে বিশেষ উৎসাহ বৃদ্ধির সূচনাপর্ব। এছাড়াও প্রয়োজনে সন্ধ্যাবেলা পাড়ায় পাড়ায় অভিভাবকদের নিয়ে সভার উদ্যোগ তাদের গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষা আন্দোলনে তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিদ্যালয় পরিদর্শকদের করণীয় ঃ- শিক্ষা বিভাগের প্রকৃত অভিভাবক হলেন বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা। বিদ্যালয় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শকের। তাঁরা নন-একাডেমিক কাজে ডুবে থাকতে বাধ্য হলেও মনে রাখতে হবে বিদ্যালয় পরিদর্শনই তাঁদের মূল কাজ। আবার এই বিদ্যালয় পরিদর্শন নিয়ে গবেষণা হয় না বললেই চলে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পুরনো দিনের ধ্যান ধারণা বদলে দিয়ে নতুনভাবে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং অভিভাবকদের কাছে নিয়মিতভাবে পৌঁছতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে আধুনিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় পরিদর্শন। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি এবং তাঁরাই সরকারের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার যোগযোগের মূল পুরোহিত। এইভাবে চললে দেখা যাবে এই বিদ্যালয় পরিদর্শকদের হাত ধরেই শিক্ষা সার্বজনীন হয়ে উঠছে।

সরকারের করণীয় ঃ- শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় নীতি নির্ধারণ সরকারকেই করতে হয়। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাই মুখ্য ভূমিকা। বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি নির্দেশ রূপায়িত করেন। তাই, সবার আগে তাঁদেরও মতামত গ্রহণ ও সুপারিশ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রেও তাই বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় তার জন্য প্রয়োজনমতো নির্দেশ দান সরকারকেই করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কাজ সঠিক পথেই চলছে কিন্তু, সরকারি নির্দেশ না থাকায় অনেকে সেই কাজে হাত দিতে সাহস পাচ্ছেন না। তাই, একদিকে যেমন শিক্ষার স্বার্থে পরিদর্শকদের সুপারিশের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করতে হবে, অপরদিকে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের দিয়ে ফাইল ওয়ার্ক অর্থাৎ নন একাডেমিক কাজ করানো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে এবং পরিদর্শকদের প্রদত্ত তথ্যের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অভিভাবক সভা করার নির্দেশ থাকলেও তা নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে উপস্থিতি গ্রহণ খাতা থাকছে, প্রতিদিন উপস্থিতিও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কিন্তু, ওই কাজের কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিনের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করলে যে কোন দিনে সেদিন পর্যন্ত কতদিন উপস্থিত হয়েছে তা জানা সহজতর হবে। যার মাধ্যমে যে কোনদিন শিক্ষার্থীকে সচেতন করা যাবে। এছাড়াও বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি বাতিল করে বছরে ২০ নম্বরের পাঁচটি পার্বিক পরীক্ষা গ্রহণ করে উক্ত পরীক্ষাগুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলই হোক চূড়ান্ত নম্বর। এছাড়াও, মাধ্যমিকের চূড়ান্ত ফল তৈরি করতে পঞ্চম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে প্রাপ্ত চূড়ান্ত ফল তৈরি করলে আশাতীত ভালো ফল পাওয়া যাবে এবং শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়মুখি হবে। এজন্য সরকারকে আইন প্রণয়ন ও নির্দেশ জারি করতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আনুপাতিক হার ৪০ ঃ ১ এ রাখতে হবে। এই হার থাকার পর কোথাও কোন শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটলে পুরো দায়িত্ব শিক্ষক শিক্ষিকাদের বহন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে, মাধ্যমিক এর ক্ষেত্রে দুই কিলোমিটার মধ্যে এবং উচ্চমাধ্যমিক ক্ষেত্রে পাঁচ / ছয় কিলোমিটারের মধ্যে পড়ার সুযোগ থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তো টিউশন পড়ছেই, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা ১০-১২ কিলোমিটার এমনকি ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় প্রাইভেট টিউশন পড়তে যায়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে প্রতি বিষয়ে নির্দিষ্ট যোগ্যতার প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকেন। প্রাইভেট টিউশন কেন্দ্রগুলি দেখলে বোঝা যায় আমাদের শিক্ষার কতটুকুই বা উপযুক্ততার সঙ্গে অনুসৃত হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় যাতায়াতের শ্রম লাঘব? সে তো নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিচ্ছে। সরকারি অর্থ ব্যয় এর ফল একেবারে শূন্য। প্রতিটি বিভাগে যার যা দায়িত্ব তা পালন করলে এবং যার যা দায়িত্ব তা পালনের অধিকার দিলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শিক্ষার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হবে। আসুন না, শিক্ষার্থী ও শিক্ষার স্বার্থে আমরা সবাই একটু করে দেখাই।

যোজনা ডায়েরি

(২১ ডিসেম্বর–জানুয়ারি ২০১৮

পর্ব ৮

জাতীয়

● আরও চার ডাকঘরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র :

পাসপোর্টের জন্য আর যাতে অনেক দূরে যেতে না হয়, বাসিন্দারা যাতে নিজের নিজের এলাকাতেই পাসপোর্ট তৈরির প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে ফেলার সুযোগ পান, সেই জন্য এবার পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিএসকে) খোলা হচ্ছে ডাকঘরেই। সাত মাস আগে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটের ডাকঘর দিয়ে। পরে কৃষ্ণনগর, আসানসোল, রায়গঞ্জের ডাকঘরেও খোলা হয়েছে পিএসকে। রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার (আরপিও) বিভূতি কুমার জানান, এবার পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খোলা হবে ব্যারাকপুর, বর্ধমান, মালদহ আর দার্জিলিঙের প্রধান ডাকঘরেও।

অর্থনীতি

গত ১০ জানুয়ারি ‘বিশ্ব অর্থনীতির সম্ভাবনা’ (গ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস) সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সেই রিপোর্টের পূর্বাভাস, আগামী অর্থবর্ষেই আবার ৭ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে এদেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার। আগামী ২০২০-’২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে এই রিপোর্টে। লন্ডনের ‘সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ’ (সিইবিআর) সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের হালহকিকতের ওপর নজর রাখে। সিইবিআর-এর তরফে জানানো হয়েছে, অর্থনীতিতে ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে দেবে ভারত। ইউরোপের ওই দু’টি দেশকে পিছনে ফেলে অর্থনীতির শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে ভারত। মার্কিন ডলারের দাঁড়িপাল্লায়। ২০১৮-তেই। চিনও পিছিয়ে থাকবে না। আমেরিকাকে টপকে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে। তবে আরও ১৪ বছর পর, ২০৩২-এ সামনের দিনগুলো খুব একটা ভালো নয় রাশিয়ার অর্থনীতির পক্ষে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যেভাবে উত্তরোত্তর পড়ছে, তাতে ১৪ বছর পর, ২০৩২-এ রাশিয়ার অর্থনীতি পিছতে পিছতে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলির তালিকায় চলে যাবে ১৭ নম্বরে। শুধু ভারতই নয়, আগামী ১৫ বছর দ্রুত এগিয়ে যাবে গোটা এশিয়ার অর্থনীতি।

এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিনীতিগত সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। গত ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঠিক হয়েছে, সংস্থায় ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি লগ্নির ছাড়পত্র দেওয়া হবে। যার অর্থ কোনও ভারতীয় বিমান সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনও বিদেশি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া কিনতে পারে। তবে এয়ার ইন্ডিয়ার কর্তৃত্ব থাকবে ভারতীয় সংস্থার হাতেই। টেলি-পরিষেবা দিতে জরুরি ‘পয়েন্ট অব ইন্টারকানেকশন্স’ (পিওআই) নিয়ে কড়া নিয়ম ঘোষণা করল টেলিকম নিয়ন্ত্রক ট্রাই। একটি সংস্থার গ্রাহকের কল অন্য সংস্থার গ্রাহকের কাছে পৌঁছতে হলে, প্রথম সংস্থাকে দ্বিতীয়টির কাছে সংযোগের অনুমতি নিয়ে হয়। এই অনুমতিই পিওআই। গত ২ জানুয়ারি ট্রাই জানিয়েছে, কোনও সংস্থা আর একটি সংস্থার কাছে সংযোগ চাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তা দিতে হবে। বৈষম্যমূলক আচরণ চলবে না। নিয়ম ভাঙলে গুণতে হবে দিনে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও।

● ২৯ পণ্য ও ৫৩ পরিষেবার জিএসটি হার বদল :

গত ১৮ জানুয়ারি ২৯-টি পণ্য এবং ৫৩ রকমের পরিষেবার ক্ষেত্রে পণ্য ও পরিষেবা করের হার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল জিএসটি কাউন্সিল। এই পরিবর্তন ২৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন ২৫-তম বৈঠকে বসেছিল জিএসটি কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বাধীন কাউন্সিলের বৈঠকে করের হার পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত জারি থাকছে রিটার্ন দাখিলের ৩বি ফর্ম। রাজ্যের মধ্যে ই-ওয়ে বিল পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে। ওই দিন থেকেই আন্তঃরাজ্য ই-ওয়ে বিল চালু করতে রাজি ১৫-টি রাজ্য। কর ও রিটার্ন জমা আরও সরল করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আরও জানা গেছে যে, আইজিএসটি হিসেবে জমা পড়া ৩,৫০০ কোটি রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেবে কেন্দ্র।

সম্পাদক সমীপেষু

পৃথিবী তোমায় যাই জানিয়ে

পৃথিবীকে অনেক কিছু জানিয়ে যেতে হয়, যা পৃথিবীর সম্পদ হয়ে থাকে। যারা সেরাটা তুলে ধরে, তারা আমাদের এই পৃথিবীটাকে জানিয়ে যায়। যার দরুন আমরাও অনেক কিছু জানতে পারি। যারা সৃষ্টি করে। তাদেরও মনে রাখা উচিত। কারণ তারা যে আমাদের একটা উপহার দিয়ে গেছে। যা আমাদের কাছে অমূল্য রতন হিসাবে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হলেন জীবিত কিংবদন্তী গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বহু গানেতে তিনি কন্ঠ দান করে গেছেন। যা আজও আমরা শুনে মুগ্ধ হই। ওই সব গানের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি গান। যা আজও শুনলে মনে হয় প্রথবার শুনছি। যার মধ্যে রয়েছে– (১) শ্যামল গুপ্তের কথায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে ‘দুজনার ছোট কাহিনী / শেষ হল এইভাবেই তো। (২) পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও রামানুজ দাশগুপ্তের সুরে ‘সরু তুলি দিয়ে জোড়া ভুরু একে / ও পটুয়া কেন আঁখি দুটি / আঁকতে এমন দেরি কর। (৩) শ্যামল গুপ্তের কথায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘ঘুম পাড়ানী সুরে/নয়ন দুটি জুড়ে/ঘুম পরী আয় স্বপন জরির ওড়না ছড়িয়ে। (৪) জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে ‘ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেছে/মনের দেশের রাজকুমারী /আন ধরে আন বেঁধে আন / ফুলের সাজা হবে ভারী। (৫) শ্যামল গুপ্তের কথায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘অনেক চেনা মুখ / আর তো দেখতে পাবো না/অনেক পায়ের সেই চেনা শব্দ / আর কখনো শুনবো না। (৬) পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও রামানুজ দাশগুপ্তের সুরে ‘বিনা কাজে আহা কী যে করে মনভরা সাঁঝে / একী লাজে কেন নূপুরে বাজে না বাঁশি বাজে। (৭) শ্যামল গুপ্তের কথায় ও জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুরে শিল্পী তেমন কিছু কথা বলে গেছেন গানের মধ্যেই। এখানে শিল্পী গানে গানে বলেছিলেন, ‘যদি সত্যিই আমি গান ভালোবেসে থাকি / পৃথিবী তোমায় যাই জানিয়ে /আমার গানেই আমি থাকবো বেঁচে / মরণকে হার মানিয়ে। শিল্পী আমাদের পাশেই রয়েছেন। আজও শিল্পীকে দেখতে পাই বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে। মনটা ভরে যায় আনন্দেতে। এমন একজন শিল্পীকে ভারতরত্ন পুরস্কার যদি দেওয়া হত, আমরা বঙ্গবাসী হিসাবে খুবই গর্বিত হতাম। তিনি যে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর কণ্ঠের জাদুতে।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়